66

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 JAN 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

জিয়া হল থেকে অস্ত্র ও গুলী উদ্ধার

ঢাকা ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘাত ঠেকাতে পুলিশ তৎপর

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজিববাদী ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে এখনও উত্তেজনা কমেনি। ছাত্রশূন্য হলগুলোতে ছাত্রলীগের সক্রিয় নেতা-কর্মীরা প্রস্তুতি ও আতংকের মাঝে অবস্থান করছে।

এদিকে, গতকাল বিকেলে গোয়েন্দা পুলিশ জিয়াউর রহমান হলে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৮ রাউন্ড তাজা কার্তুজসহ ১টি কাটা বন্দুক এবং ১ রাউন্ড তাজা গুলীসহ ১টি বিদেশী রিভলবার উদ্ধার করেছে। গতকাল পুলিশের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কতিপয় সন্ত্রাসী অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রসহ জিয়া হলে অবস্থান করছে, এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বিকেল সোয়া ৩টায় পুলিশ জিয়া হলে অভিযান চালায়। তারা হলের ২০৮ নং কক্ষের তালা ভেঙ্গে তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্র ও গুলী উদ্ধার করে।

এদিকে, মুহসীন ও জহুরুল হক হল থেকে গ্রেফতারকৃত ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের কেউই মুক্তি পায়নি। বরং, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাংলা একাডেমীর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করতে প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি বজায় রাখতে বেশ কঠোর অবস্থান নিয়েছে। গোয়েন্দা পুলিশ দল গতকালও জহুরুল হক ও মুহসীন হলে হানা দিয়েছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘাত-সংঘর্ষ ঠেকাতে পুলিশ জোর তৎপরতা চালাচ্ছে।

এদিকে, একটি সূত্র থেকে জানা যায়, গত মঙ্গলবার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়ীতে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে অনুষ্ঠিত এক মিলাদ মাহফিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সেক্রেটারীকে হলগুলো অছাত্র-বহিরাগত মুক্ত রাখা এবং কোন অশান্তি যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ঈদের পর ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও তাদের প্রস্তুত হবার নির্দেশ দেন বলে সূত্রটি জানায়।

ক্যাম্পাসে এই পুলিশী তৎপরতার বিপরীতে ছাত্রলীগের মুহসীন হল নিয়ন্ত্রণকারী গ্রুপের সাথে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত গোপালগঞ্জ গ্রুপের কয়েকজন নেতার সমঝোতার ঘটনায় গ্রুপের কর্মীদের মাঝেই অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। ঐ নেতারা এলে এখনকার নেতাদের নেতৃত্ব খর্ব হবে বলে তারা এ সমঝোতা মানতে চাচ্ছে না।